Naya Jamana Evening Edition.....9 October....adddddddd..._Layout 1 23-05-2026 15:37 Page 1

বাংলা আজ যা ভাবে

সংবাদ নয়া জামানা

সান্ধ্য সংস্করণ

৮ জ্যৈষ্ঠ ।। ১৪৩৩।। শনিবার ২৩ মে ২০২৬ ।। ১ ম বর্ষ ৩৪৯ সংখ্যা ।। ৪ পাতা

লেহতে ভেঙে পড়ল সেনা চপার, প্রাণে বেঁচে সেলফি 'মৃত্যুঞ্জয়ী' মেজর জেনারেলের

চিনে কয়লা খনিতে ভয়াবহ বিস্ফোরণ! মৃত অন্তত ৯০, চলছে উদ্ধারকাজ

তৃণমূল শীর্ষ নেতৃত্বকে 'ঘর ওয়াপসি'র আহ্বান হাত শিবিরের

জুলাই থেকে রাজ্যে 'আয়ুষ্মান ভারত', ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক অচলাবস্থা ও কেন্দ্র,রাজ্য টানাপোড়েন কাটিয়ে পশ্চিমবঙ্গের স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে নতুন রূপ দিতে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তের ঘোষণা করা হয়েছে। শনিবার কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী জগৎপ্রকাশ নাড্ডার সঙ্গে ভার্চুয়াল বৈঠকের পর মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী সাংবাদিক সম্মেলনে এই ঘোষণা করেন।

তিনি জানান, আগামী জুলাই মাস থেকে রাজ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের জনপ্রিয় স্বাস্থ্য প্রকল্প 'আয়ুষ্মান ভারত' চালু করা হবে। এই প্রকল্পের আওতায় উপভোক্তারা দেশের যেকোনও প্রান্তে বিনামূল্যে চিকিৎসার সুবিধা পাবেন। বর্তমানে রাজ্যে চালু থাকা 'স্বাস্থ্যসাথী' প্রকল্পের উপভোক্তাদের ধাপে ধাপে এই ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত করার পরিকল্পনাও রয়েছে।প্রশাসনিক সূত্রে জানা যায়, ভার্চুয়াল এই উচ্চপর্যায়ের বৈঠকটি প্রায় এক ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে চলে। বৈঠকে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য দফতরের আধিকারিকদের পাশাপাশি রাজ্যের মুখ্যসচিব, স্বাস্থ্যসচিব এবং শীর্ষ প্রশাসনিক কর্তারা উপস্থিত

ছিলেন।মুখ্যমন্ত্রী জানান, স্বাস্থ্য পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য কেন্দ্রের পক্ষ থেকে মোট ৩,০০০ কোটি টাকার আর্থিক অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে ন্যাশনাল হেলথ মিশন-এর অধীনে ২,১০৩ কোটি টাকা এবং আয়ুষ্মান ভারতের জন্য ৯৭৬ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। প্রথম কিস্তির ৫০০ কোটি টাকা ইতিমধ্যেই রাজ্যের অ্যাকাউন্টে এসেছে বলেও তিনি দাবি করেন।তিনি আরও জানান, রাজ্যে জনৌষধি কেন্দ্রের সংখ্যা ১৭০ থেকে বাড়িয়ে ৪৭৪-এ উন্নীত করার পরিকল্পনা রয়েছে। এর ফলে সাধারণ মানুষের ওষুধের ব্যয় উল্লেখ যোগ্যভাবে কমবে বলে দাবি করা হয়। পাশাপাশি 'অমৃত ফার্মেসি' প্রকল্পের মাধ্যমে জীবনদায়ী ওষুধে ২৫ থেকে ৮০ শতাংশ পর্যন্ত ছাড় অব্যাহত থাকবে।স্বাস্থ্য পরিকাঠামোর বর্তমান পরিস্থিতি তুলে ধরে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, কিছু জেলায় শিশুমৃত্যুর হার এবং সংক্রমণজনিত রোগের পরিস্থিতি এখনও উদ্বেগজনক। এই প্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট জেলাগুলিতে বিশেষ স্বাস্থ্য পরিকাঠামো উন্নয়নের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।এছাড়া ন্যাশনাল কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স স্ট্যান্ডার্ডস-এ রাজ্যের সাফল্য ৫৩ শতাংশ থেকে দ্রুত ১০০ শতাংশে উন্নীত করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। হাসপাতালগুলিতে শূন্যপদ পূরণে আগামী তিন মাসের মধ্যে স্বচ্ছ নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার কথাও জানানো হয়।প্রতিটি জেলায় একটি করে মেডিক্যাল কলেজ স্থাপনের কেন্দ্রীয় পরিকল্পনার অংশ হিসেবে কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার ও দক্ষিণ দিনাজপুরে কাজ এগোচ্ছে বলে জানানো হয়েছে। পাশাপাশি আসানসোল ও উত্তরবঙ্গে নতুন মেডিক্যাল কলেজ স্থাপনের প্রস্তাবও শীঘ্রই কেন্দ্রের কাছে পাঠানো হবে।নারী ও শিশু স্বাস্থ্য সুরক্ষায় আগামী ৩০ মে 'সার্ভাইক্যাল ক্যান্সার' টিকাকরণ কর্মসূচি শুরু করা হবে। পাশাপাশি 'টিবি মুক্ত ভারত অভিযান'-এর অংশ হিসেবে একটি জাতীয় কর্মশালার আয়োজনের কথাও জানানো হয়েছে।

সোহমের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের

নয়া জামানা ঃ টলিউড অভিনেতা তথা প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক সোহম চক্রবর্তী-র বিরুদ্ধে প্রতারণার অভিযোগ দায়ের বালুরঘাট থানায়। অভিযোগকারী বালুরঘাট শহরের মঙ্গলপুর এলাকার বাসিন্দা ও চলচ্চিত্র প্রযোজক তরুণ দাস। তাঁর অভিযোগ, একটি ছবিতে মূল চরিত্রে অভিনয়ের জন্য অগ্রিম ১৫ লক্ষ টাকা নেওয়ার পরেও শ্যুটিংয়ে আসেননি অভিনেতা। টাকা ফেরত চাইলে সোহম তাঁকে হুমকি দেয় বলে অভিযোগ প্রযোজকের। যদিও সমস্ত কিছু অস্বীকার করে পাল্টা প্রোযোজকের বিরুদ্ধেই পাল্টা হুমকি দেওয়ার অভিযোগ করছেন সোহম।

কলকাতায় মার্কিন বিদেশসচিব মার্কো রুবিও

নয়া জামানা ঃ হিলারি ক্লিনটনের পর মার্কো রুবিও। প্রায় ১৪ বছর পর কলকাতায় মার্কিন বিদেশসচিব। গত ২০১২ সালের মে মাসে কলকাতায় আসেন ক্লিনটন। শনিবার সকালে কলকাতা বিমানবন্দরে পৌঁছন তিনি। সঙ্গে রয়েছেন স্ত্রী। সেখান থেকে তালতলার মাদার হাউজে যান। প্রায় ঘণ্টাদুয়েক সেখানেই ছিলেন তাঁরা। সেখান থেকে চিলড্রেনস হোমেও যান। ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালেও যাওয়ার কথা তাঁদের। সেখান থেকে দুপুরে সোজা চলে যাবেন দিল্লি। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে দেখা করবেন সস্ত্রীক রুবিও।

জরায়ুমুখ ক্যানসার প্রতিরোধে টিকাকরণ

নয়া জামানা ঃ জরায়ুমুখ ক্যানসারে ক্রমশ বাড়ছে আক্রান্তের সংখ্যা। তা প্রতিরোধে উদ্যোগী কেন্দ্র। তারই অংশ হিসাবে এবার বাংলায় শুরু হতে চলেছে বিনামূল্যে টিকাকরণ কর্মসূচি। আগামী ৩০ মে শুরু হবে সেই কর্মসূচি। শনিবার স্বাস্থ্য বৈঠকের পর একথা জানান মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।

৫১ হাজার সরকারি চাকুরি

রোজগার মেলায় কর্মসংস্থান উন্নয়নের বার্তা প্রধানমন্ত্রীর

দীপঙ্কর দোলাই,নয়া জামানা ঃ দেশে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি ও দ্রুত উন্নয়নের ওপর জোর দিয়ে ফের একবার রোজগার মেলা মঞ্চ থেকে বার্তা দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। শনিবার দেশের ৪৭টি শহরে আয়োজিত এই কর্মসূচিতে ৫১ হাজারের বেশি যুবক-যুবতীর হাতে সরকারি নিয়োগপত্র তুলে দেওয়া হয়।প্রধানমন্ত্রী তাঁর ভাষণে দাবি করেন, বর্তমানে বিভিন্ন ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকার ও বেসরকারি সংস্থার যৌথ উদ্যোগে (পিপিপি মডেল) ব্যাপক কর্মসংস্থান সৃষ্টি হচ্ছে। তাঁর মতে, গ্রাম, ছোট শহর ও প্রত্যন্ত অঞ্চলও উন্নয়নের মূলধারায় যুক্ত হচ্ছে। তিনি বলেন, যে কোনো জায়গা থেকে ১০০ কিলোমিটার গেলেই এখন কোথাও না কোথাও উন্নয়নমূলক কাজ চলছে।প্রধানমন্ত্রী আরও জানান, দেশের বিভিন্ন খাতে যেমন জাহাজ নির্মাণ, সেমিকন্ডাক্টর শিল্প এবং প্রযুক্তি ক্ষেত্রে বিপুল কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হচ্ছে। তাঁর দাবি, আগামী দিনে লক্ষ লক্ষ দক্ষ যুবক-যুবতীর জন্য নতুন কর্মসংস্থানের দরজা খুলবে।স্টার্টআপ ক্ষেত্রের প্রসঙ্গ

টেনে প্রধানমন্ত্রী জানান, দেশে ইতিমধ্যেই ২ লক্ষ ৩০ হাজারের বেশি স্টার্টআপ নিবন্ধিত হয়েছে, যা ভবিষ্যতে আরও কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা তৈরি করবে।রসিকতার সুরে তিনি বলেন, জল জীবন মিশনের কারণে অনেক পেশায় কর্মী যুক্ত থাকায় শহরে দ্রুত পিএনজি সংযোগের জন্য প্রয়োজনীয় মিস্ত্রি পাওয়া কঠিন হয়ে পড়ছে;যা পরোক্ষভাবে কর্মসংস্থান বৃদ্ধির ইঙ্গিত দেয় বলে তিনি মন্তব্য করেন। আন্তর্জাতিক সহযোগিতার প্রসঙ্গেও প্রধানমন্ত্রী একাধিক উদাহরণ দেন। তিনি জানান, নেদারল্যান্ডসের একটি সেমিকন্ডাক্টর সংস্থার সঙ্গে টাটা গ্রুপের চুক্তি, সুইডেনের সঙ্গে প্রযুক্তি ও এআই সহযোগিতা এবং সংযুক্ত আরব আমিরশাহীর সঙ্গে সুপার কম্পিউটিং চুক্তি ভারতের প্রযুক্তি ক্ষেত্রে নতুন দিগন্ত খুলে দিচ্ছে।প্রধানমন্ত্রীর মতে, এই ধরনের আন্তর্জাতিক অংশীদারিত্ব ভারতকে বৈশ্বিক প্রযুক্তি ও অর্থনীতির ক্ষেত্রে আরও শক্তিশালী অবস্থানে নিয়ে যাবে।রোজগার মেলা থেকে কেন্দ্রীয় সরকারের উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান নীতির সাফল্য তুলে ধরার পাশাপাশি ভবিষ্যতের প্রযুক্তিনির্ভর অর্থনীতির রূপরেখাও স্পষ্ট করেন প্রধানমন্ত্রী।

Naya Jamana Evening Edition.....9 October....adddddddd..._Layout 1 23-05-2026 15:37 Page 2

এই স্টেশনে এক নম্বর প্ল্যাটফর্ম নেই?

নয়া জামানা ডেক্স ঃ দুনিয়ায় এমন অনেক আজব ঘটনা ঘটে চলে যার কার্যকারণ উদঘাটন করার চেষ্টা আমরা খুব একটা করি না।আবার এমনও কিছু ঘটনা ঘটে যা হয়তো সবসময়ে ভেবেও দেখি না। জানার পরে মনে হয়, ঠিক তো, এটা তো কখনও ভেবে দেখিনি। দুনিয়ায় এমন অনেক আজব ঘটনা ঘটে চলে যার কার্যকারণ উদঘাটন করার চেষ্টা আমরা খুব একটা করি না।আবার এমনও কিছু ঘটনা ঘটে যা হয়তো সবসময়ে ভেবেও দেখি না। জানার পরে মনে হয়, ঠিক তো, এটা তো কখনও ভেবে দেখি নি।ভারতীয় রেলের এমন অনেক বিষয় রয়েছে যেগুলি আমাদের অজানা। যেমন এই দেশেই রয়েছে এমন এক ব্যস্ততম রেল জংশন। রেল জংশন হলেও নেই কোনও এক নম্বর প্ল্যাটফর্ম। ২ নম্বর থেকে শুরু। এর কারণ জানলে অবাক হবেন।রেল জংশনে প্ল্যাট ফর্মের সংখ্যা অন্যান্য সাধারণ স্টেশনের থেকে অনেক বেশি হয়। ব্যস্ততাও থাকে বেশি। সেই রেল স্টোশনেও রয়েছে সবকিছুই। শুধু নেই বলতে এক নম্বর প্ল্যাট ফর্ম। অনেকের কাছেই অজানা সেই রেল স্টেশনের নাম।বারৌনি রেল স্টেশনে ১ নম্বর প্ল্যাটফর্ম খুঁজতে গেলে আপনি শুধু ক্লান্তই হবেন, কারণ স্টেশনে এমন কোনো প্ল্যাটফর্ম নেই। এক প্ল্যাটফর্ম থেকে অন্য প্ল্যাটফর্মের দূরত্বও ২ কিলোমিটার।বিহারের বেগুসরাই জেলায়, গঙ্গার তীরে অবস্থিত বারৌনি গ্রামটি তার অভিনব রেল স্টেশনের জন্য বিখ্যাত। এটি দেশের অন্যতম ব্যস্ততম রেলকেন্দ্র এবং পূর্ব মধ্য রেলওয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্টেশন হিসেবে কাজ করে। স্টেশনটিতে দুটি প্ল্যাটফর্ম রয়েছে, যেগুলোকে আপ এবং ডাউন প্ল্যাটফর্ম বলা হয়। দুটি রেললাইনের সংযোগস্থলে স্টেশনটির অবস্থানের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে প্ল্যাটফর্মগুলি এমনভাবে তৈরি করা হয়েছিল।বেগুসরাইয়ের গাধারা রেলওয়ে স্টেশন ১৮৬০ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এরপর, ১৮৮৩ সালে গাধারা স্টেশনটি বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং এর তিন কিলোমিটার উত্তরে বারৌনি রেলওয়ে জংশন নির্মিত হয়। তখ ন থেকে দেশের বিভিন্ন প্রান্তের ট্রেনগুলি বারৌনি জংশনের ওপর দিয়ে যাতায়াত করে আসছে।রেলওয়ে প্যাসেঞ্জারস অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য সুরেন্দ্র শাহের মতে, ব্রিটিশ আমল থেকেই বারৌনি স্টেশনের ২ থেকে ৯ নম্বর প্ল্যাটফর্মে ১ নম্বর প্ল্যাটফর্ম নেই। কখনও কখনও এক নম্বর প্ল্যাটফর্মে ট্রেন থামার ঘোষণাও ভুলবশত করা হয়, যা যাত্রীদের বিভ্রান্ত করে।

কীভাবে চিনবেন কোবরা সাপ?

নয়া জামানা ডেক্স ঃ অনেকেই কোবরাকে মূলত তার বিখ্যাত ফণার জন্য চিনলেও, এর শারীরিক গঠন ও আচরণের আরও কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা অন্য সাপ থেকে এটিকে আলাদা করতে সাহায্য করে। তাদের বিশেষ বৈশিষ্ট্য ও আত্মরক্ষামূলক ভঙ্গি সম্পর্কে জানলে মানুষ যেমন এই প্রাণীদের আরও ভালভাবে বুঝতে পারবে, তেমনি নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখাও সম্ভব হবে। নীচে কোবরা শনাক্ত করার কিছু গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য, আচরণ ও প্রজনন সংক্রান্ত তথ্য তুলে ধরা হল। কোবরা ছাড়া আর কোনও সাপ ফণা তৈরি করতে পারে না। কোবরা যখন হুমকির মুখে পড়ে, তখ ন তারা ঘাড়ের পাঁজরের হাড় প্রসারিত করে একটি চ্যাপ্টা ফণা তৈরি করতে পারে। এই আচরণটি আত্মরক্ষার একটি উপায়, যার মাধ্যমে তারা নিজেদের আরও বড় ও ভয়ঙ্কর দেখি য়ে শত্রু বা প্রতিদ্বন্দ্বীকে ভয় দেখানোর চেষ্টা করে। দূর থেকে এই বিশেষ শরীরের আকৃতি, এমনকি ছায়ার মাধ্যমেও, কোবরা চেনার একটি প্রধান লক্ষণ হতে পারে। তবে সবসময় নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখা উচিত এবং নিশ্চিত হওয়ার জন্য কখনোই সাপের কাছে যাওয়া উচিত নয়। এটাকেই আমরা বাঙালিরা বলি ফণা।

প্রেমিক-বর পাশে না থাকলে এবার ভাড়া করে নিন ব্যাগ বইবার সঙ্গী!

নয়া জামানা ডেক্স ঃ নারী মাত্রেই অল্পবিস্তর শপিংয়ের নেশা থাকবে; পৃথিবীর প্রত্যেক নারীর পুরুষ সঙ্গীই বুঝি একমত হবে এই প্রসঙ্গে। ইচ্ছে মতন একগাদা শপিং করাই যায়, কিন্তু ব্যাগ বইবে কে? মেয়েটি মনের আনন্দে কেনাকাটা করছেন, আর দোকানের বাইরে ভারী ব্যাগ হাতে অপেক্ষা করছে তাঁর স্বামী অথবা প্রেমিক, এই চিরাচরিত ছবি তো কতই দেখ তে মেলে। এ কাজে পুরুষরা খুব আনন্দ না পেলেও, ব্যাগ বয়ে দেওয়ার মানুষ ছাড়া যে মেয়েরা কেনাকাটায় আনন্দ পান না, সে কথা বলাবাহুল্য।কিন্তু কর্মব্যস্ত জীবনে প্রতিবার শপিংয়ে স্ত্রী অথবা প্রেমিকাকে সঙ্গ দেবেন, এমন সময় কি সবসময় পুরুষদের কাছে থাকে? এ বিষয়টিই ভেবে দেখেছিল দিল্লির এক স্টার্ট-আপ সংস্থা। আর তা থেকেই জন্ম এক উদ্ভাবনের! খোলসা করে বলা যাক।

দিল্লির লাজপত নগর, সরোজিনী নগর অথবা চাঁদনি চৌকে এক পা চলতে না চলতেই দোকান! সেখানে একবার কেনাকাটা করতে ঢুকলে, আর সহজে বেরনোর ইচ্ছে হয় না কারওরই। ফলত, সঙ্গে আসা বাড়ির লোক খানিক বিরক্ত হয়, ক্লান্ত হয়, ব্যস্ততা বাড়ে।

এই সমস্যার সমাধান করতে দিল্লির এক স্থানীয় সংস্থা চালু করল 'ক্যারিমেন' নামের এক পরিষেবা । যার ট্যাগলাইন 'ইউ শপ, উই ক্যারি'। এর মাধ্যমে 'বুক' করা যাবে এমন পুরুষদের, যারা শপিং চলাকালীন যাবতীয় ব্যাগ বয়ে দেবে! ব্যাগের ভার যতই হোক না কেন, তা নিয়ে তাদের বিরক্ত বা ক্লান্ত হতে দেখা যাবে না! সর্বোচ্চ ১২ কেজি ওজন বইতে পারবে এমন একজন অ্যাসিস্টেন্ট। বিশেষত শপিং সেরে যদি স্ট্রিট ফুডের ভিড়ে দাঁড়াতে চান কোনও মহিলা, অথবা মেট্রো টিকিটের দীর্ঘ লাইনে তাঁকে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়, তখন রীতিমতো মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়ায় ভারী শপিং ব্যাগ। এমন অবস্থায় ভীষণ কাজে আসবে 'ক্যারিমেন', বিশ্বাস সংস্থাটির।কেবল মজার ছলে নয়, এই পরিষেবা রীতিমতো উপকারী প্রতিপন্ন হতে পারে গর্ভবতী মহিলাদের ক্ষেত্রে। বিশেষভাবে সক্ষম মহিলাদের ক্ষেত্রেও। কম ওজন বইতেও যাদের শারীরিক সমস্যা হয়, তারা হয়তো সত্যিই ভরসা করবে 'ক্যারিমেন'কে। সংস্থার দাবি, প্রত্যেক অ্যাসিস্টেন্ট এই কাজের জন্য বিশেষভাবে প্রশিক্ষিত। ঘণ্টায় প্রায় দেড়শো টাকা লাগবে বুকিং-এ। যদি তিন, চার ঘণ্টা কিংবা আরও বেশি সময়ের জন্য প্রয়োজন হয়, সেইমতো বাড়বে চার্জ।

ইতিমধ্যেই বুকিং আসতেও শুরু করেছে, এমনটাই জানিয়েছে সংস্থা। কিন্তু সত্যিই কি এমন ভাবনা কার্যকরী করি? সাধারণ মানুষ, যারা খরচ কমানোর জন্যই লাজপত নগর, সরোজিনী নগর অথবা চাঁদনি চৌকের মতো বাজারে কেনাকাটা সারছেন, তাঁদের পক্ষে কি ঘণ্টা প্রতি এত টাকা খরচ করে ব্যাগ বইবার লোক ভাড়া করা সম্ভব? 'ক্যারিমেন'-এর মেয়াদ কত, তা কেবল সময়ই জানাতে পারবে।

কলা গাছের আঁশ দিয়ে কাপড় বানিয়ে তাক লাগাচ্ছে তাইওয়ান

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ কৃষি বর্জ্য থেকে নতুন সম্ভাবনা খুঁজছে তাইওয়ান। কলা গাছের আঁশ দিয়ে কাপড় বানিয়ে তাক লাগাচ্ছে ভূখণ্ডটির একজন উদ্যোক্তা। নেলসন ইয়াং নামের ওই উদ্যোক্তা কলা গাছের আঁশ ব্যবহার করে টেকসই টেক্সটাইল তৈরি করছেন।আর এটিই একদিন পৌঁছাতে পারে বৈশ্বিক স্নিকার ব্র্যান্ডগুলোর কাছে। বৃহস্পতিবার (১৮ সেপ্টেম্বর) এক প্রতিবেদনে এই তথ্য জানিয়েছে বার্তাসংস্থা রয়টার্স।বার্তাসংস্থাটি বলছে, নেলসন ইয়াং নামে তাইওয়ানের এক উদ্যোক্তা নিজেদের ইতিহাস থেকে অনুপ্রেরণা নিয়ে কলা গাছের আঁশ দিয়ে টেকসই কাপড় তৈরির উদ্যোগ নিয়েছেন।বর্তমানে তাইওয়ান বিশ্বব্যাপী আধুনিক সেমিকন্ডাক্টর উৎপাদনে শীর্ষে থাকলেও, একসময় এই দ্বীপ ভূখণ্ডটি কলা উৎপাদনের জন্য পরিচিত ছিল। আজও দ্বীপটিজুড়ে কলা চাষ হয়।মূলত তাইওয়ানের চ্যাংহুয়া অঞ্চলে ইয়াংয়ের প্রতিষ্ঠান ফার্ম টু ম্যাটেরিয়াল কলার আঁশ থেকে এমন টেক্সটাইল তৈরি করছে, যা ভবিষ্যতে বৈশ্বিক স্নিকার ব্র্যান্ডগুলোতে সরবরাহ করা যেতে পারে।ইয়াং বলেন, ২০০৮ সালে ইউরোপের কিছু স্নিকার ব্র্যান্ড জানায়, তারা চাইছে একই জমি থেকে যেন খাদ্য ও উপকরণ একসাথে উৎপাদন করা যায়। সেই ধারণা থেকেই আমরা কাজ শুরু করি। এখন আমরা নিশ্চিত করছি যে আমাদের সব কাঁচামাল আসছে কৃষি বা খাদ্য শিল্পের বর্জ্য থেকে, যেগুলো আমরা ব্যবহারযোগ্য উপকরণে রূপান্তর করছি।

১৮৯৫ থেকে ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত জাপানি শাসনামলে তাইওয়ান আনারস ও কলার মতো ফলের জন্য বিখ্যাত ছিল। ষাটের দশকে দ্বীপটি রপ্তানি বাড়াতে নিজেকে বানানা কিংডম হিসেবে প্রচার করেছিল। তবে বর্তমানে কলার জায়গা নিয়েছে প্রযুক্তি শিল্প।ইয়াংয়ের কোম্পানি কলা গাছের মাঝের অংশ ; যা সাধারণত কলা কাটার পর মাঠেই ফেলে দেওয়া হয় ; তা সংগ্রহ করে চেপে ও শুকিয়ে আঁশ তৈরি করছে। এসব আঁশ থেকে কাপড় তৈরি সম্ভব।কিছু আঁশ আবার সুতো বানিয়ে তুলার সাথে মিশিয়ে মোজা বানানো যায়, আবার তা থেকে তৈরি হয় ভেগান লেদারও।

শিঙাড়ার রাজধানী

নয়া জামানা ডেক্স ঃ ভারতের রাজধানী শহর তার প্রাণবন্ত ও নিরন্তর পরিবর্তনশীল খাদ্য সংস্কৃতির জন্য সুপরিচিত, এবং খুব কম খাবারই দিল্লির সঙ্গে শিঙাড়ার মতো এত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। চাঁদনি চকের ব্যস্ত গলি থেকে শুরু করে পাড়ার মিষ্টির দোকান এবং কলেজের ক্যান্টিন পর্যন্ত, সর্বত্রই শিঙাড়া পাওয়া যায়। এটি দ্রুত সকালের নাস্তা হিসেবে, বিকালের জলখাবার হিসেবে, এমনকি উৎসবের দিনে বিশেষ খাবার হিসেবেও খাওয়া হয়।দিল্লির খ্যাতির অন্যতম প্রধান কারণ হল শহরজুড়ে পাওয়া শিঙাড়ার বিপুল বৈচিত্র্য। এখানে ঐতিহ্য ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা পাশাপাশি সহাবস্থান করে, যা এই খাবারটিকে একটি অনন্য পরিচয় দিয়েছে। দিল্লির শিঙাড়া তার জোরালো স্বাদ, মুচমুচে গঠন এবং ঠাসা পুরের জন্য পরিচিত। অন্য জায়গার সাধারণ শিঙাড়ার মতো নয়, এগুলি সাধারণত আরও সমৃদ্ধ, মশলাদার এবং তৃপ্তিদায়ক হয়ে থাকে, যা এগুলিকে বিশেষভাবে সন্তোষজনক করে তোলে।খাস্তা, সোনালি আবরণ, মশলাদার আলুর মশলা পুর, পাঞ্জাবি-শৈলীর মশলাটক পুদিনা এবং তেঁতুলের চাটনি পর্যাপ্ত পরিমাণে দেওয়ার বৈশিষ্ট্য অনন্য করে তোলে দিল্লির শিঙাড়াকে। পাঞ্জাবি আলু শিঙাড়া, পনির শিঙাড়া, কিমা শিঙাড়া, ভুট্টা ও পনিরের শিঙাড়া, চাওমিন শিঙাড়া, ড্রাই ফ্রুট শিঙাড়ার মতো বৈচিত্রময় স্বাদে সাজানো দিল্লির শিঙাড়ার ভোজন বাহার। এই বৈচিত্র্যগুলোই তুলে ধরে, দিল্লি কীভাবে পরিবর্তনকে গ্রহণ করার পাশাপাশি ঐতিহ্যকেও রক্ষা করতে পারে।লখনউ, ইন্দোর এবং জয়পুরের মতো শহরগুলিও তাদের সামোসা এবং শক্তিশালী স্ট্রিট ফুড ঐতিহ্যের জন্য পরিচিত। তবে, এই খাবারটি যেভাবে ব্যাপকভাবে খাওয়া হয় এবং নতুন রূপে উদ্ভাবন করা হয়, তার কারণে দিল্লি স্বতন্ত্র হয়ে আছে। দিল্লিতে শিঙাড়া শুধু বিশেষ কোনো অনুষ্ঠানের জন্য সীমাবদ্ধ নয়, এটি দৈনন্দিন জীবনেরই একটি অংশ। প্রায় প্রতিটি বাজারেই নিজস্ব জনপ্রিয় বিক্রেতা রয়েছে, এবং প্রত্যেকের তৈরির ধরণও কিছুটা আলাদা।

Naya Jamana Evening Edition.....9 October....adddddddd..._Layout 1 23-05-2026 15:37 Page 3

মেখলিগঞ্জ সীমান্তে জমি মাপতে বাধা, বিএসএফ-বিজিবি বচসা

বাবলু রহমান, নয়া জামানা, কোচবিহার ঃ মেখলিগঞ্জ সীমান্তের জিরো পয়েন্ট এলাকায় তীব্র উত্তেজনাকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়াল গোটা এলাকায়। তিনবিঘা করিডর সংলগ্ন সীমান্ত এলাকায় কাঁটাতার নির্মাণ ও জমি সংক্রান্ত কাজ চলাকালীন আচমকাই পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। একসময় সীমান্তে মুখোমুখি অবস্থানে দেখা যায় ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফ ও বাংলাদেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিজিবি-কে। সূত্রের খবর, সীমান্ত এলাকায় ফেন্সিংয়ের কাজ এবং জমি পরিমাপ ঘিরেই প্রথমে বচসার সূত্রপাত হয়। পরে পরিস্থিতি ক্রমশ উত্তেজনাপূর্ণ হয়ে ওঠে। জিরো পয়েন্ট এলাকায় নিরাপত্তা বাহিনীর তৎপরতা বাড়ানো হয় এবং দুই পক্ষের মধ্যে উত্তপ্ত বাক্যবিনিময়ের পরিস্থিতি তৈরি হয়। সীমান্ত এলাকায় উপস্থিত সাধারণ মানুষের মধ্যেও আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে।পরিস্থিতি এতটাই বেসামাল হয়ে ওঠে যে একসময় বিএসএফ সম্পূর্ণ একশন মুডে চলে আসে বলে জানা গিয়েছে। সীমান্তে কড়া অবস্থান নেয় ভারতীয় জওয়ানরা। নিরাপত্তা বাহিনীর এই কড়া প্রস্তুতি ও সক্রিয় অবস্থানের জেরে শেষ পর্যন্ত বিজিবি-কে পিছু হটতে বাধ্য হতে হয় বলে সীমান্ত সূত্রে খবর। এরপর ধীরে ধীরে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে।ঘটনার পর থেকেই গোটা সীমান্ত এলাকায় নজরদারি আরও বাড়ানো হয়েছে। অতিরিক্ত সতর্ক অবস্থানে রাখা হয়েছে বিএসএফ

জওয়ানদের। সীমান্তের বিভিন্ন স্পর্শকাতর এলাকায় কড়া নজরদারি চালানো হচ্ছে যাতে ভবিষ্যতে আর কোনও অপ্রীতিকর পরিস্থিতি তৈরি না হয়।এই ঘটনার পর সীমান্ত নিরাপত্তা নিয়ে ফের সরব হন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। তিনি স্পষ্ট ভাষায় জানান, দেশের নিরাপত্তার প্রশ্নে কোনও রকম আপস করা উচিত নয়। সীমান্ত এলাকায় দ্রুত জমি হস্তান্তর করে বিএসএফ-কে কাঁটাতারের কাজ সম্পূর্ণ করার সুযোগ দিতে হবে বলেও তিনি দাবি জানান।তাঁর বক্তব্য, সীমান্ত পুরোপুরি সুরক্ষিত না থাকলে অনুপ্রবেশ, চোরাচালান ও বিভিন্ন অপরাধমূলক কার্যকলাপ বন্ধ করা কঠিন হয়ে পড়বে। সীমান্তে কড়া নজরদারি এবং শক্তিশালী ফেন্সিং এখন সময়ের দাবি বলেও মত তাঁর। পাশাপাশি তিনি বিএসএফ জওয়ানদের ভূমিকাকেও প্রশংসা করেন। তাঁর দাবি, দেশের নিরাপত্তা রক্ষায় সীমান্তে প্রতিনিয়ত ঝুঁকি নিয়ে কাজ করছেন জওয়ানরা।মেখলিগঞ্জ সীমান্ত এলাকাকে দীর্ঘদিন ধরেই অত্যন্ত স্পর্শকাতর বলে মনে করা হয়। তিনবিঘা করিডর সংলগ্ন এলাকায় অতীতেও একাধিকবার উত্তেজনার পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। সীমান্তের ভৌগোলিক অবস্থান এবং আন্তর্জাতিক সীমান্ত সংক্রান্ত জটিলতার কারণে অনেক সময় কাঁটাতারের কাজও বাধার মুখে পড়ে।তবে সাম্প্রতিক এই ঘটনার পর সীমান্ত নিরাপত্তা নিয়ে নতুন করে আলোচনা শুরু হয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের বক্তব্য, সীমান্ত এলাকায় স্থায়ী শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে দ্রুত কাঁটাতারের কাজ শেষ করা অত্যন্ত জরুরি। কারণ উত্তেজনা বাড়লে সবচেয়ে বেশি সমস্যায় পড়তে হয় সীমান্তবর্তী এলাকার সাধারণ মানুষকেই। মেখলিগঞ্জের জিরো পয়েন্টের এই ঘটনায় আবারও স্পষ্ট হয়ে গেল, সীমান্ত নিরাপত্তা নিয়ে কোনও রকম শিথিলতার জায়গা নেই। দেশের নিরাপত্তার স্বার্থে সীমান্তে কড়া নজরদারি, দ্রুত ফেন্সিং এবং নিরাপত্তা বাহিনীর আরও শক্তিশালী উপস্থিতির দাবি এখন আরও জোরাল হয়ে উঠছে।

দুরামারি স্বাস্থ্যকেন্দ্রকে পূর্ণাঙ্গ হাসপাতালের দাবি এলাকাবাসীর

নয়া জামানা,জলপাইগুড়ি ঃ দীর্ঘদিন ধরে চরম অব্যবস্থা ও পরিষেবার অভাবে ভুগছিল দুরামারি প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র। সময়মতো চিকিৎসক না পাওয়া, স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়মিত পরিষেবা না থাকা এবং কর্মীর অভাব;সব মিলিয়ে কার্যত নাজেহাল অবস্থায় পড়েছিলেন এলাকার সাধারণ মানুষ। বহুবার অভিযোগ ও আবেদন জানিয়েও পরিস্থিতির বিশেষ পরিবর্তন হয়নি বলে স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি।স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, সপ্তাহে মাত্র দু'দিন চিকিৎসক এলেও নির্দিষ্ট সময়ে তিনি উপস্থিত থাকতেন না। ফলে দূরদূরান্ত থেকে চিকিৎসার আশায় আসা রোগীদের দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করতে হতো। পাশাপাশি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পর্যাপ্ত কর্মী না থাকায় চিকিৎসা পরিষেবাও ব্যাহত হত। বহু সময় রোগীদের ফিরেও যেতে হয়েছে বলেও অভিযোগ ওঠে।তবে সরকার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গেই স্বাস্থ্য কেন্দ্রের ছবিতে কিছুটা বদল চোখে পড়তে শুরু করেছে। সম্প্রতি আমাদের ক্যামেরা পৌঁছায় দুরামারি প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে। সেখানে গিয়ে দেখা যায়, বর্তমানে নিয়মিত চিকিৎসক উপস্থিত থাকছেন। খোলা থাকছে আউটডোর বিভাগও। পাশাপাশি একজন ফার্মাসিস্ট ও নার্সের

উপস্থিতিও দেখা গিয়েছে। ফলে রোগীদের পরিষেবা পাওয়ার ক্ষেত্রে কিছুটা স্বস্তি ফিরেছে বলে মনে করছেন এলাকাবাসী। স্বাস্থ্যকেন্দ্রে আসা রোগীদের বক্তব্য, বর্তমানে আগের তুলনায় অনেক ভালো পরিষেবা মিলছে। প্রতিদিনই উপচে পড়া ভিড় লক্ষ্য করা যাচ্ছে স্বাস্থ্যকেন্দ্রে। হাসপাতাল সূত্রে খবর, প্রতিদিন প্রায় ১৫০ থেকে ২০০ রোগী এখানে চিকিৎসা করাতে আসছেন। এলাকার তিন থেকে চারটি গ্রাম পঞ্চায়েতের মানুষ এই একমাত্র স্বাস্থ্যকেন্দ্রের উপর নির্ভরশীল। কারণ, এলাকায় যাতায়াত ব্যবস্থাও অত্যন্ত দুর্বল।স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, এই স্বাস্থ্যকেন্দ্র না থাকলে চিকিৎসার জন্য অনেক দূরে যেতে হয়। দুরামারি থেকে বীরপাড়া হাসপাতালের দূরত্ব প্রায় ৪০ কিলোমিটার, বানারহাট প্রায় ২২ কিলোমিটার এবং ধূপগুড়ি হাসপাতাল প্রায় ২৭ কিলোমিটার দূরে। ফলে জরুরি পরিস্থিতিতে সাধারণ মানুষের চরম সমস্যার মুখে পড়তে হয়। তাই এই স্বাস্থ্যকেন্দ্রই এলাকার মানুষের একমাত্র বড় ভরসা হয়ে উঠেছে।তবে সাময়িক উন্নতি হলেও এখনও একাধিক গুরুত্বপূর্ণ দাবি অপূর্ণ রয়ে গেছে। দীর্ঘদিন ধরেই এখানে বেডের ব্যবস্থা করার দাবি জানিয়ে আসছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। অভিযোগ, তৎকালীন তৃণমূল সরকারের আমলে বারবার আবেদন জানানো হলেও কোনও কার্যকর পদক্ষেপ করা হয়নি। বর্তমানে নতুন সরকারের আমলে সেই দাবিগুলি পূরণ হবে কি না, তা নিয়েই আশাবাদী এলাকাবাসী।এই বিষয়ে স্বাস্থ্যকেন্দ্রের চিকিৎসকের সঙ্গে কথা বলতে গেলে তিনি স্পষ্ট জানান, সরকারের অনুমতি ছাড়া কোনও মন্তব্য করা সম্ভব নয়। নবান্ন থেকে নির্দেশিকা জারির পর থেকেই সরকারি আধিকারিকরা সংবাদমাধ্যমের সামনে মুখ খুলতে অনিচ্ছুক বলেও জানা যায়।

তোলাবাজি-সন্ত্রাসের অভিযোগে গ্রেপ্তার তৃণমূলের পঞ্চায়েত সদস্য

রাকেশ লাহা, নয়া জামানা, পাণ্ডবেশ্বর ঃ তোলাবাজি ও সন্ত্রাসের অভিযোগে এবার পাণ্ডবেশ্বর থানার পুলিশের জালে আটক পাণ্ডবেশ্বর এর বৈদ্যনাথপুর পঞ্চায়েতের তৃণমূলের পঞ্চায়েত সদস্য ও পাণ্ডবেশ্বর সাউথ শ্যামলা কোলিয়ারির কেকেএসসির সেক্রেটারি কামরুদ্দীন খান। ধৃত ব্যক্তি পাণ্ডবেশ্বর থানার দান্য এলাকার বাসিন্দা বলে জানা যায়। শুক্রবার রাত্রিতে অভিযান চালিয়ে পাণ্ডবেশ্বর থানার পুলিশ তাকে আটক করে এবংশনিবার ধৃত ব্যক্তিকে দুর্গাপুর মহকুমা আদালতে পেশ করে পুলিশ।

জানা যায়,রাজ্যের রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের পর দিকে দিকে দীর্ঘ সময় ধরে ক্ষমতার অপব্যবহার করে বিভিন্ন ধরনের অনৈতিক কার্যকলাপ, রাজনৈতিক

প্রতিহিংসা সহ সাধারণ মানুষকে ভয় দেখানো ও এলাকায় সন্ত্রাসের অভিযোগে পুলিশের হাতে আটক হচ্ছেন তৎকালীন তৃণমূলের দায়িত্বপ্রাপ্ত নেতা-নেত্রীরা। একই ছবি বেশ কিছুদিন থেকে লক্ষ্য করা যাচ্ছে পশ্চিম বর্ধমান জেলাতেও। এর আগে জেলার বিভিন্ন বিধানসভা কেন্দ্রের তৎকালীন তৃণমূল বিধায়ক ও দলের দায়িত্বপ্রাপ্ত হেভি-ওয়েট নেতা নেত্রীর ঘনিষ্ঠরা পুলিশের জালে আটক হয়েছেন। ঠিক তারই মাঝে শুক্রবার রাত্রিতে অভিযান চালিয়ে পাণ্ডবেশ্বর থানার পুলিশ আটক করল বৈদ্যনাথপুর পঞ্চায়েতের তৃণমূল পঞ্চায়েত সদস্য ও পাণ্ডবেশ্বর সাউথ শ্যামলা কোলিয়ারির কেকেএসসির সেক্রেটারি কামরুদ্দিন খান-কে। তোলাবাজি , এলাকায় সন্ত্রাসের পরিবেশ তৈরি সহ ধৃত কামরুদ্দিনের বিরুদ্ধে আরো একাধিক অভিযোগ রয়েছে বলে জানা যায়। শনিবার ধৃতকে পাণ্ডবেশ্বর থানা থেকে দুর্গাপুর মহকুমা আদালতে নিয়ে যাওয়া হয়। ধৃত কামরুদ্দীন কে গ্রেফতারির প্রসঙ্গে জানতে চাওয়া হলে তিনি জানান, গ্রামে আমার রেকর্ড খারাপ নেই পুরোটাই রাজনৈতিক চক্রান্ত।

যাত্রী ভোগান্তি ,বন্ধ সরকারি বাস পরিষেবা ফেরানোর আর্জি বাসিন্দাদের

অপূর্ব বর্মন,নয়া জামানা, বামনগোলা ঃ নতুন সরকার গঠন হতেই সরকারি বাসে মহিলাদের ভাড়া ফ্রি হওয়ার ঘোষণার পরেই বাসের দাবি তুলেছেন মালদা বিধানসভা ও হবিবপুর বিধান সভার স্থানীয় বাসিন্দারা। দীর্ঘদিন ধরে মালদা-নালাগোলা রাজ্য সড়কে সরকারি বাস পরিষেবা বন্ধ থাকায় চরম ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন সাধারণ মানুষ। প্রতিদিন এই রাস্তা দিয়ে মালদা বিধানসভা ও হবিবপুর বিধানসভার হাজার হাজার মানুষ যাতায়াত করলেও সরকারি বাস না থাকায় বাধ্য হয়ে বেসরকারি গাড়ির উপর নির্ভর করতে হচ্ছে যাত্রীদের। এর ফলে একদিকে যেমন অতিরিক্ত ভাড়া গুনতে হচ্ছে, অন্যদিকে নিত্যদিন দুর্ভোগও বাড়ছে সাধারণ মানুষের।বিশেষ করে সবচেয়ে বেশি সমস্যায় পড়েছেন মহিলা যাত্রীরা। সম্প্রতি নতুন সরকার মহিলাদের জন্য সরকারি বাসে বিনামূল্যে যাতায়াতের ঘোষণা করেছে। কিন্তু মালদা-নালাগোলা রাজ্য সড়কে দীর্ঘদিন ধরে

সরকারি বাস পরিষেবা বন্ধ থাকায় সেই সুবিধা থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত হচ্ছেন এই এলাকার মহিলারা। বহু মহিলা কর্মসূত্রে, চিকিৎসার জন্য, পড়াশোনার কারণে কিংবা দৈনন্দিন প্রয়োজনে প্রতিদিন যাতায়াত করেন। সরকারি বাস না থাকায় তাদের বাধ্য হয়ে বেশি টাকা খরচ করে বেসরকারি গাড়িতে যাতায়াত করতে হচ্ছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, বহুবার প্রশাসনের কাছে দাবি জানানো হলেও এখনও পর্যন্ত এই গুরুত্বপূর্ণ রুটে সরকারি বাস পরিষেবা চালু করা হয়নি। ফলে দিন দিন ক্ষোভ বাড়ছে সাধারণ মানুষের মধ্যে। এলাকাবাসীর দাবি, অবিলম্বে মালদা-নালাগোলা রাজ্য সড়কে পুনরায় সরকারি বাস চালু করা হোক, যাতে মহিলারা সরকারের ঘোষিত বিনামূল্যের যাতায়াতের সুবিধা পান এবং সাধারণ যাত্রীদেরও ভোগান্তি কমে।এলাকার মানুষদের বক্তব্য, মালদা-নালাগোলা রাজ্য সড়ক মালদার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ যোগাযোগ ব্যবস্থা। এই রাস্তার উপর নির্ভর করে প্রতিদিন বহু মানুষ জেলা সদর ও বিভিন্ন ব্লকে যাতায়াত করেন।

তাই দ্রুত সরকারি উদ্যোগে বাস পরিষেবা চালুর দাবি আরও জোরালো হচ্ছে।এ বিষয়ে হবিবপুর বিধানসভার বিধায়ক জুয়েল মর্ম বলেন তৃণমূল সরকারের আমলে এই রাজ্য সড়কের সরকারি বাস তুলে নেওয়া হয়েছিল মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আবেদন করব মালদা নালাগোলা রাজ্য সড়কে সরকারি বাস চালু করার।

Naya Jamana Evening Edition.....9 October....adddddddd..._Layout 1 23-05-2026 15:37 Page 4

মাটির তলায় পরপর ঘর

গঙ্গার বুক ছুঁয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে চন্দননগরের পাতালবাড়ি

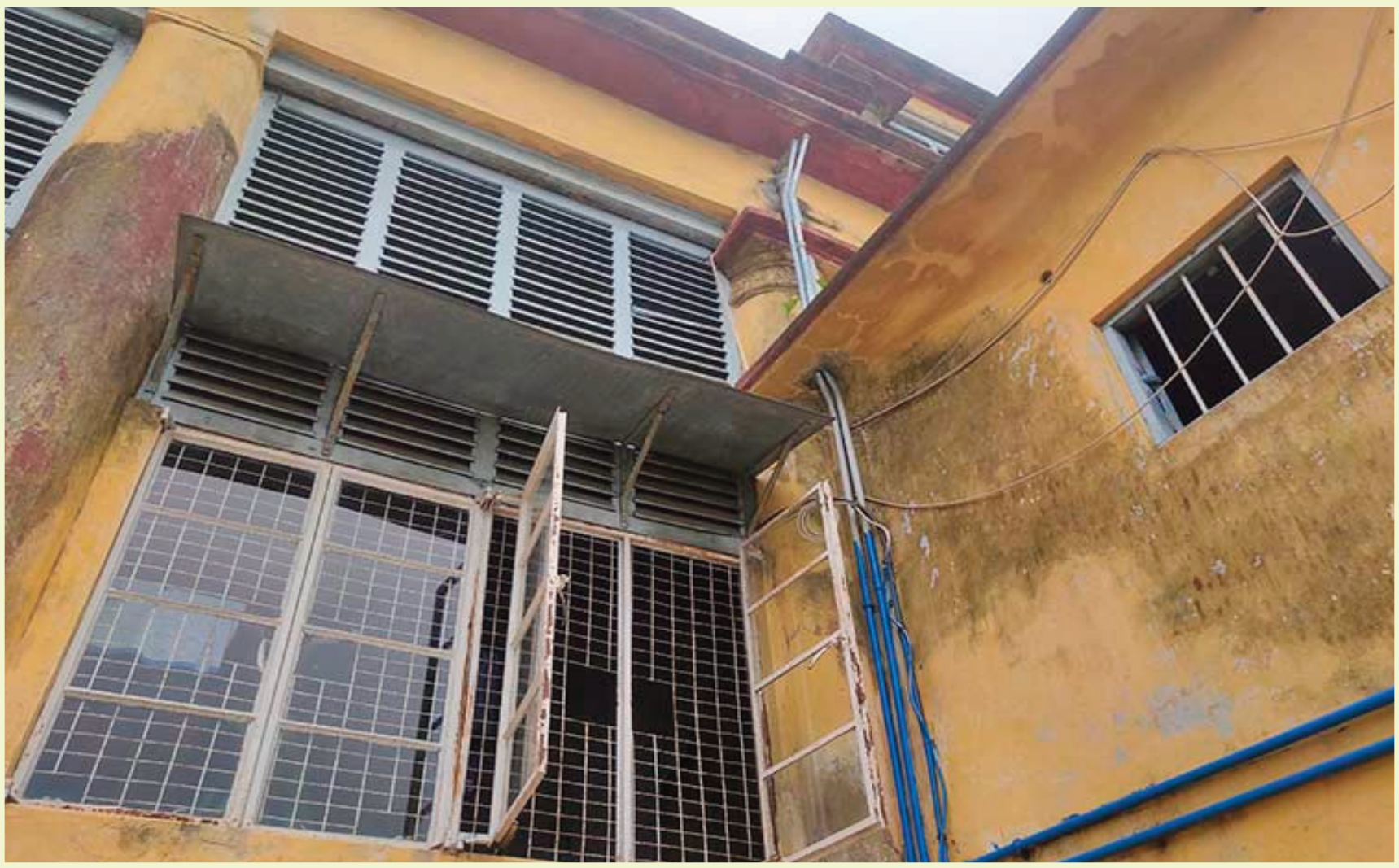

পশ্চিমবঙ্গের ঐতিহাসিক শহর, আলোর শহর ফরাসডাঙা। আজকের চন্দননগর। এই চন্দননগর স্টেশন থেকে সোজা রানিঘাট।

তারপর রানিঘাট থেকে স্ট্র্যান্ড রোড ধরে ডানদিকে কিছুটা এগোলেই চোখে পড়বে শ্বেত পাথরের একটি ফলক, যেখানে লেখা রয়েছে 'বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের স্মৃতি বিজড়িত, সান্নিধ্যধন্য পাতালবাড়ি'। হ্যাঁ, এই ফলকের গা ঘেঁষেই রয়েছে সবুজ ফটকের বিখ্যাত সেই বাড়িটি, বিগত কয়েক দশক ধরে যা আগলে রেখেছেন অসীম খ ান। পাতাল বাড়িতে আমাদের সাদরে অভ্যর্থনা জানালেন যিনি। ছাতিম, টগর কিংবা পুরোনো বট, অশ্বত্থ এসব নিয়েই গঙ্গার গা ঘেঁষে অবস্থান হলুদ বাড়িটির।

সামনে তাকালেই চোখ জুড়ানো শান্ত, স্রোতস্বিনী গঙ্গার অপরূপ শোভা সঙ্গে পুরোনো স্থাপত্যের সোঁদা গন্ধ যেন এক চিলতে স্মৃতির অ্যালবাম।

বাগানের পিছনের দিকে সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে গেলেই একটা অন্য দুনিয়া। তালা খুলতেই চোখের সামনে ধরা দিল সেই আকাঙ্ক্ষিত পাতালবাড়ি। বাড়ির অদ্ভুত স্থাপত্য শৈলীর জন্যই এমন নাম। একটা পুরো তলা মাটির নিচে, গঙ্গার বুক ছুঁয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। মাটির তলায় পরপর ঘর, রান্নাঘর। এই রান্নাঘরটির বিশেষত্ব হল,

এখানে আছে পুরোনো দিনের উনুন, অসীমবাবু বলছিলেন একে

'সরকার-চুলা' বলে। এই উনুনে এমন ব্যবস্থাপনা ছিল, যে আলাদা করে এখনকার মতো চিমনি বসানোর প্রয়োজন পড়তো না।

আবার, খুব গরম পড়লে ছোটোবেলায় তাঁরা মাটির নিচের এই ঘরগুলিতে সময় কাটাতেন। ঠিক এরকম ভাবেই প্রত্যেকটি ঘরের সঙ্গে জুড়ে আছে নানান গল্পগাথা, কেমন যেন রহস্য

মাখা। কেউ কেউ বলেন এই চন্দননগর পাতালবাড়ি নাকি একসময় আত্মগোপনের নিশ্চিন্ত আশ্রয় ছিল বিপ্লবীদের।একটা সময় ফ্রেঞ্চ নেভি রেস্ট হাউস ছিল এই বাড়িটি, পরে যোগেন্দ্রনাথ খান মালিকানা পান। ঠাকুর পরিবার তাঁর কাছ থেকে বাড়িটি ভাড়া নেন। সেই সূত্রেই ঠাকুরবাড়ির লোকজনদের এ বাড়িতে যাওয়া-আসা। একাধিকবার এসেছিলেন রবি ঠাকুরও।একটা সময় ফ্রেঞ্চ নেভি রেস্ট হাউস ছিল এই বাড়িটি, পরে যোগেন্দ্রনাথ খান মালিকানা পান।

ঠাকুর পরিবার তাঁর কাছ থেকে বাড়িটি ভাড়া নেন। সেই সূত্রেই ঠাকুরবাড়ির লোকজনদের এ বাড়িতে যাওয়া-আসা। একাধিকবার এসেছিলেন রবি ঠাকুরও। শুধু শিল্পী-লেখক বলে নয় প্রকৃতির ছায়ায় এমন একটি নির্জন বাড়ি যেকোনও মানুষের কাছেই তো স্বর্গ্যদ্যান!

প্রজন্মের হাত ঘুরে এখন বাড়িটি অসীম খানের জিম্মায়। ষাটোর্ধ্ব এই মানুষটি একাই সামলান বাড়িটির দায়িত্ব।

গঙ্গার ভাঙনে একটা দিক ধসে গেছে পুরো। তবু, হঠাৎ কোনও অতিথি এলে সাগ্রহে, সহাস্যে ঘুরিয়ে দেখান সময়ের গ্রাসে কোনও রকমে টিকে থাকা স্মৃতি-স্থাপত্য - পাতালবাড়ি। সৌ ঃ বঙ্গদর্শন।

সম্পাদক ঃ মানস কুমার দাস ।। সংবাদ নয়া জামানার পক্ষে প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী মানস কুমার দাস কর্তৃক ১০৯,মেঘনাথ সাহা সরণী, নিউ ব্যারাকপুর,কলকাতা -৭০০১৩১ থেকে ডিজিটালি প্রকাশিত।